

KHATRA ADIBASHI MAHAVIDYALAYA

E-CONTENT

DEPARTMENT: MUSIC

SEMESTER: V (PROGRAMME)

SESSION: 2021-2022

SUBJECT: APPLIED THEORY OF RANBINDRA
SANGEET

(APMUS/503/GE-1)

TOPIC:DIFFERENT PREYARS OF RABINDRA
SANGEET

NAME OF TEACHER: PROF. SANGITA SARKAR DEY

রবীন্দ্রনাথ প্রায় আড়াই হাজার গান লিখেছেন; এগুলি 'বিশ্ব-প্রকৃতির গান, বিশ্বপতির গান ও বিশ্বমানবের গান।' এই সমগ্র সংগীতগুচ্ছকে বিষয়ের বিভিন্নতার বিচারে তিনি মূলতঃ ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ, আনুষ্ঠানিক ও বিচিত্র।

'পূজা' পর্যায়ের গান, তার হাতের সম্মোহনী বাশির ডাকে মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে সেই চির-অধরাকে লক্ষ্য করে। মানুষও তাই চির-পথিক। অনাদি অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিস্তৃত এই লীলার পথে মানুষের এ হল এক অশেষ অভিসার যাত্রা। 'পূজা' পর্যায়ের যাত্রী-মনোভাবের গানগুলিতে এই দর্শন নিহিত আছে।

জগৎ ও জীবনের শত খন্ডতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তিনি অসীম অনন্তকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। রূপময় জীবনকে অস্বীকার নয়, তাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু নিছক ভোগের জন্যেই এ ভোগ নয়—এ হল জীবনের পাত্রে চিরন্তন রূপ ও রসের ভোগ। তিনি রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন অরূপরতন আশা করে।'

রবীন্দ্র অধ্যাত্মচেতনার এই বিশিষ্ট দিকগুলিই 'পূজা' পর্যায়ের গানের ভাববস্তু। ভাবের বিচারে এই গানগুলি কয়েকটি উপপর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে— প্রার্থনা : অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।

বন্ধু : শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়। বিরহ : পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে। গান : গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে। সাধনা ও সংকল্প : প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী। সুন্দর : মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ। আত্মবোধন : শান্ত হ'য়ে মম চিত্ত। পথ : পথ দিয়ে কে যায় গো চলে। আনন্দ : আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি। আশ্বাস : আছে দুঃখ আছে মৃত্যু..... ইত্যাদি।

তাঁর বিশেষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির গান। এই গানগুলির কেন্দ্রে রয়েছে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট অনুভূতিগুলির কথা। কবি তাঁর অনুভূতির গভীরে দুর্ভেদ্য ভগবানকে যেসব রূপে উপলব্ধি করেছেন, এই পর্যায়ের গানগুলিতে তাই যুক্ত হয়েছে কখনো আনন্দে, কখনো বিষ্ময়ে, কখনো বেদনায়। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মযোগের বাইরে এক সহজ বিশ্বাস ও প্রেমের পথে তিনি ঈশ্বরকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন। উপনিষদের আলোকে অদ্বৈতবাদী কবি ঈশ্বরকে দেখেছেন নিরাকার পরমব্রহ্ম রূপে— তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তিনি 'মহাপ্রবলবলী', তিনি 'রাজেন্দ্র'; কিন্তু তিনি 'অরূপ'। তিনিই বিশ্বাত্মা; মানবাত্মা তাঁরই অংশ।

কতকগুলি গানে কবি একান্তভাবে লীলাবাদী। বৈষ্ণবীয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায় সেখানে। এ সব গানে বলা হয়েছে, জগৎ ও জীবনের শত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অনন্ত লীলাময় ভগবানেরই নিত্যপ্রকাশ—ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে লীলা, তা তার নিজের সঙ্গে নিজেরই লীলা। এ সব গান দেখা যায়, ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-মধুর রসের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মাধুর্যবাদী কবি তাঁকে জীবনে অনুভব করতে চেয়েছেন। এই লীলাবাদী অধ্যাত্ম-অনুভূতির আরেকটি বক্তব্য এই যে, মানুষ যেমন ঈশ্বরের করুণা ও স্নেহস্পর্শ কামনা করে, ঈশ্বরও তেমনি মানুষের প্রেমের ভিখারী। স্ব-মহিমাকে আত্মদান করার জন্যেই অনন্ত ভগবান নেমে আসেন ভক্তের সীমানায়। 'পূজা' পর্যায়ের অনেক গানে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে দেখেছেন চিরচঞ্চল পথিকরূপে।